দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 MAR 1993
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

প্রাথমিক বৃত্তি প্রদানে লটারী

কিছু দিন পূর্বে সারাদেশে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমার কন্যা ঢাকা মহানগরীর একটি কেন্দ্রে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। প্রাথমিক বৃত্তি প্রদানের নিয়মকানুন সম্পর্কে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত অভিভাবকগণের মন্তব্য শোনার পর আমি কৌতূহলী হইয়া এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা অত্যন্ত দুঃখ ও হতাশাজনক।

ঢাকা মহানগরীর প্রতিটি থানার জন্য টেলেন্টপুলে নির্ধারিত বৃত্তির সংখ্যা মাত্র ছয়টি। এই ছয়টির মধ্যে তিনটি ছেলেদের ও তিনটি মেয়েদের জন্য নির্ধারিত। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে অনেক সময় দেখা যায়, দশ-বারোজন ছাত্র-ছাত্রী সমান নম্বর পাইয়া টেলেন্টপুলে বৃত্তিলাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। এমন ক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে তিনটি ছেলে ও তিনটি মেয়েকে বৃত্তির জন্য নির্বাচন করা হয়।

সাধারণ বৃত্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানার প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য মাত্র দুইটি করিয়া বৃত্তি বরাদ্দ রহিয়াছে। একটি ছেলের জন্য ও অপরটি মেয়ের জন্য। এই বৃত্তির ক্ষেত্রেও যোগ্যতা অর্জনকারী ছেলে-মেয়ের সংখ্যা একাধিক হইলে লটারীর মাধ্যমে একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে বৃত্তির জন্য নির্বাচন করা হয়। বৃত্তির জন্য যোগ্য ছেলে পাওয়া না গেলে, সে বৃত্তিটি কোন মেয়েকে প্রদান করা যাইবে না। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই একটি ওয়ার্ড হইতে দুইটি ছেলে বা দুইটি মেয়েকে বৃত্তি প্রদানের বিধান নাই। সংক্ষেপে এই হইতেছে প্রাথমিক বৃত্তি প্রদানের নিয়ম।

এ প্রসঙ্গে আমি শুধুমাত্র ইহাই বলিতে চাই যে, শিশুদের মেধা বিকাশের লক্ষ্যে প্রাথমিক বৃত্তির সংখ্যা বাড়ানোর নিমিত্তে সরকারী অর্থের যদি এতোই অভাব হইয়া থাকে, তবে পরীক্ষার ফি বাবদ বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে যে মোটা অংকের টাকা আদায় হয়, উহার দ্বারাও কোটা ও লটারী প্রথা বিলুপ্ত করিয়া অধিক সংখ্যক ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক পর্যায়ে বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে তাহাদের মেধা বিকাশের জন্য উৎসাহিত করা যাইতে পারে। দয়া করিয়া লটারীর মাধ্যমে মেধাবী শিশুদের বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের হতাশায় নিমজ্জিত না করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি।

—সালেকা বেগম মনি, পশ্চিম ধানমণ্ডি, ঢাকা।